প্রথম আলো

তারিখ 17 MAR 2018
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

মাদ্রাসায় উগ্রবাদের প্রসার হয়, সরকার তা মনে করে না

জাতিসংঘ কমিটির বৈঠক

দ্বিতীয় দিনেও ছিল বিভিন্ন অস্বস্তিকর প্রশ্ন। যেমন, হেফাজতের দাবি মেনে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে রদবদল, বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ ইত্যাদি।

বিশেষ প্রতিনিধি, লন্ডন

মাদ্রাসায় উগ্রবাদের প্রসার হয়, সরকার এমনটি মনে করে না এবং সে কারণেই মাদ্রাসাশিক্ষাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।

জাতিসংঘের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক কমিটিতে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার যৌক্তিকতার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এসব কথা বলেন। দুই দিন ধরে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কমিটির সদস্য রাশিয়ার আসলান আবাসিদজে বলেন, সরকার শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসাছাত্রদের জন্য ইংরেজিসহ কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু কওমি মাদ্রাসাগুলো জাতীয় পাঠ্যক্রমের আওতায় আসতে রাজি নয় এবং এসব মাদ্রাসায় উগ্রবাদ প্রসারের অভিযোগ আছে। এ ক্ষেত্রে উগ্রবাদ বিস্তারের সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের পরিকল্পনা কী, তিনি জানতে চান।

বৃহস্পতিবার বিকেলের অধিবেশনে মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের দাবি অনুযায়ী স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে রদবদল ঘটানোর অভিযোগের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবাসিদজে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান।

গতকাল শুক্রবার সকালের অধিবেশনে প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এ নিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী সন্ত্রাসী হামলা হোলি আর্টিজানে হামলাকারীরা কেউই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল না। তারা হয় ইংরেজি মাধ্যমে নয়তো বিদেশে লেখাপড়া করেছে। সুতরাং, সব মাদ্রাসাকে উগ্রবাদ প্রসারের জন্য দায়ী করা যায় না। তিনি জানান, কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়নে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করা হয়েছে এবং তার কাজ শুরু করেছে। এত বড় একটি জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন রাখা যায় না উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হেফাজতের দাবিতে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তনের অভিযোগ তিনি নাকচ করে দেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্রমিক অধিকারবিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে এমন কোনো কারখানা নেই, যেখানে ৭ তারিখের মধ্যে শ্রমিকদের আগের মাসের বেতন পরিশোধ করা হয় না।

বৃহস্পতিবার বিকেলের অধিবেশনে প্রধানত শ্রমিক অধিকার, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও নির্বর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের বিষয় নিয়ে বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও তাঁর মন্ত্রণালয়ের দুজন মহাপরিচালক এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

কমিটির সভাপতি পর্তুগালের মারিয়া ভার্জিনিয়া ব্রাস গোমেজ নির্বর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের অবস্থান জানতে চান। জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশেষ ক্ষমতা আইনটি এখন আর ব্যবহার করা হয় না এবং ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। কিন্তু পরে মিসেস গোমেজ ২০১৬ সালে আগুলিয়ায় পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ দমনে এই আইন ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট তথ্য দিলে প্রতিমন্ত্রী তা স্বীকার করে নেন। তবে তিনি বলেন, পোশাক খাতের শ্রমিকদের মজুরি দুই দফা বাড়ানোর পর বিষয়টি নিয়ে যখন আবারও বিবেচনাধীন ছিল, তখন হঠাৎ করেই শ্রম অসন্তোষ তৈরির চেষ্টা হয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতেই তখন এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল।

পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের বিষয়ে একাধিক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জানান, ২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধনের পর পোশাকশিল্পে পাঁচ শরও বেশি নতুন ইউনিয়ন নিবন্ধন পেয়েছে। কমিটির সদস্য জার্মানির মাইকেল উইন্ডফুহর বলেন, স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে দেওয়া হচ্ছে না, মালিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন (মালিকানায়) ইউনিয়ন গড়া হচ্ছে। মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ করায় চাকরিচ্যুতির প্রকাশিত খবরের প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান, পোশাকশিল্পের মালিকদের টাকার সংকট হলে ব্যাংকগুলোকে শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধের জন্য অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরের নির্দেশনা দেওয়া আছে।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেওয়ার প্রশ্নে শাহরিয়ার আলম জানান, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে চুক্তির সময় ওই অঞ্চল ইউনিয়নমুক্ত রাখার যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তা সংশোধনে বিনিয়োগকারীদের সবার সম্মতি প্রয়োজন। তবে কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পোল্যান্ডের যেদিন্ন কেদিজা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কেন সালিস আদালতের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে না, তা জানতে চান।

কমিটির র‍্যাপোর্টিয়ার সুরিনামের মিস লিডিয়া র‍্যাভেনবার্গ বাল্যবিবাহ নিরোধক আইনের ১৯ ধারায় যে বিশেষ পরিস্থিতির ছাড় দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, আইনে অভিভাবকের সম্মতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু নাবালিকা বা নাবালকের সম্মতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়নি। বাল্যবিবাহের বিষয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক সাদিয়া ফয়জুননেসা জানান, শুধু আদালতের অনুমোদনেই এই বিশেষ ছাড় দেওয়ার কথা বলা আছে। ২০১৭ সালে আইনটির সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আদালতকে একটিও বাল্যবিবাহের অনুমোদন দিতে হয়নি।

মতপ্রকাশের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার বিষয়ে কমিটির সভাপতি গোমেজ নির্দিষ্টভাবে এনজিওগুলোর কাজের পরিধি সংকোচনের কারণ জানতে চান। জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, ২০১৩ সালের মে মাসে ঢাকায় একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সমাবেশে বেআইনি কার্যক্রম বন্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর পদক্ষেপের পর অধিকার নামের একটি সংগঠন হতাহতের সংখ্যা নিয়ে ভুল তথ্য প্রচার করে। তাদের কাছে তথ্যপ্রমাণ চাওয়া হলেও তারা তা দেয়নি। পরে প্রতিষ্ঠানটির দুজন কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং তারপর থেকেই এই কথিত 'সুশীল সমাজের মতপ্রকাশের সুযোগ সংকোচনের' কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

অধিবেশনের শুরুতে বৃহস্পতিবার সকালে কমিটির সদস্যরা আদিবাসীদের অধিকার, নারী-পুরুষের সমতা, নাগরিক সমাজের মতপ্রকাশের অধিকার, সংকোচন, আইসিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো বিষয়ে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকার কমিটিতে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন পেশ করে। এর পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশের বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনগুলোর জোট মানবাধিকার ফোরাম এবং বিদেশি কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন আলাদা প্রতিবেদন পেশ করেছে।

কমিটির সদস্যরা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এসময় পেশ করা প্রতিবেদনের বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনার পর কমিটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হয় এবং তাদের পর্যবেক্ষণ চূড়ান্ত করার পর তা প্রকাশ করা হয়।

এদিকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের কাছ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়ায় নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকারসহ সব ধরনের মানবাধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব আরও বাড়ল বলে মন্তব্য করেছে এই কমিটি। পর্যালোচনা সভার শেষ দিনে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করায় বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়ে এই মন্তব্য করা হয়।